বরাকের শিল্পে ও তার সম্ভাবনা

গণেশ নন্দী

শিল্প হচ্ছে মানুষের সৃজনশীল মননের বাহ্যিক অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি তার সুখ, দুঃখ, হাসি, আনন্দ এবং অভ্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে বাস করা মানুষের পারিপার্শ্বিকতা, জীবন-যাত্রা, রুচি-সংস্কৃতির মানকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে সেই জায়গার শিল্প ধারা। পরম্পরাগত পথ ধরে চলতে চলতে তা কখনও সৃষ্টি করে সম্ভাবনার নতুন দিক। শিল্পক্ষেত্রে বরাক উপত্যকাও আজ সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ভৌগোলিক এবং জনবিন্যাসগত অভাবনীয় বৈচিত্রের ভিত্তিতেই মূলত বরাক তার শিল্পের বিচিত্র রত্ন ভান্ডার গড়ে তুলেছে। সব প্রতিকূলতা এবং দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার গিরিসঙ্কট কাটিয়ে বরাক যদি তার শিল্প সম্ভার বাইরের দুনিয়ায় মেলে ধরতে পারে, তাহলে এসব শিল্প উপাদান তার গুণগত মানে, বৈচিত্রে, স্বাদে এবং নৈপুণ্যে শুধু দেশ-বিদেশের শিল্প রসিকদের সমীহ আদায় করবে না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বরাকের উন্নয়নে রাখতে পারে অসামান্য অবদান।

বরাকের শিল্পকে যদি দেশীয় ও আধুনিক শিল্প হিসেবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে বলতে হবে এখন পর্যন্ত আধুনিক শিল্প সামগ্রিক অর্থে এখানে জায়গা করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু দেশীয় শিল্প গুণগত ক্ষেত্রে একটা বিশেষ শিখরে অবস্থান করছে এবং তার আবেদনও সর্বজনীন। দেশীয় শিল্পের মধ্যে বরাকের অন্যতম সম্ভাবনাময় হচ্ছে মৃৎশিল্প। উৎসব প্রিয় বাঙালি প্রধান এ অঞ্চলে মরশুমি দেব-দেবীর মূর্তি গড়া ছাড়াও সারা বছরই মৃৎশিল্পীরা মাটির বাসন-কোসন, ফুলদানি, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরীতে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। এছাড়া তবলার বাঁয়া, মৃদঙ্গম, খোল, মনিপুরি মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ প্রচুর পরিমাণে তৈরী করেন বরাকের মৃৎশিল্পীরা। যদিও আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, পরিকাঠামোগত দুর্বলতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অনেকটা মৃত্যুপথযাত্রী বরাকের এই মৃৎশিল্প।

বরাকের আর একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে পাটি শিল্প। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একাজ করেন। শতশত বছর ধরে পরম্পরাগতভাবে মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। এ উপত্যকায় উন্নত মানের বেত জন্মায়। যার জন্য বরাকের শীতল পাটির কদর দেশভর। শিল্পীদের অদ্ভুত সৃজনশীলতা ডিজাইন, বুনন সহজেই সবাইকে আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে, আসবাব পত্র, বিলাসীসামগ্রী তৈরিতে বরাকের বেতশিল্পের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। বরাক উপত্যকায় আর একটা উল্লেখযোগ্য শিল্প মাধ্যম হচ্ছে বাঁশ। নিম্নবিত্ত হিন্দু-মুসলমান, এবং বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় এই বাঁশ শিল্পে সিদ্ধহস্ত। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় টুকরি, ডানা, ধাড়ি, ঝাড়ু ছাড়াও তাদের নির্মিত বাঁশের বাঁশি, ফলের ঝুড়ি, টুপি এবং রকমারি খেলনা নিঃসন্দেহে বরাক উপত্যকার পক্ষে বিশাল বাণিজ্যিক উপকরণ হিসাবে গণ্য হবার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

বস্ত্রশিল্পে (টেক্সটাইল) বরাকের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কাপড়ের মিল না থাকলেও এ অঞ্চলের মনিপুরি, অসমিয়া, নাগাসহ বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে তৈরী হয় গামছা, চাদর, ফানেক সহ রকমারি বস্ত্র সম্ভার। মনিপুরি গামছার কদর সবচেয়ে বেশী। এইসব শিল্প মূলত মহিলাদের দখলে। ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরী এসব কাপড়ের ক্ষেত্রে উল, কটন, সিল্ক, মুগা সবই ব্যবহারকরা হয়। এছাড়া বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের চিরাচরিত পোশাক তাদের গুণগত মান, ব্যতিক্রমী ডিজাইন এবং বর্ণময় চরিত্রের জন্য আলাদা কর নজর কাড়ে। বাইরের জগতের সঙ্গে সঠিক সংযোগ সাধিত হলে এসব পোশাক তাদের সঙ্গে বয়নশিল্পী ফ্যাশন দুনিয়ায়ও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারত।

নকশি কাঁথা-বরাকের আর এক ঘরোয়া শিল্প। এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদয়ের প্রায় প্রতিটি ঘরে মহিলারা এসব কাজে তাদের মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর রাখেন। যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় এ রেওয়াজ এখন উঠে যাচ্ছে। এই কাঁথা শুধু শীত নিবারণে সাহায্য করে না, অসাধারণ রুচিরও পরিচয় বহন করে। ফুলপাতা, পাখি, মানুষ, হাতি, ধনদেবী লক্ষ্মীর ছবি বিভিন্ন রঙের সুতোয় যেভাবে ফুটিয়ে তোলেন মহিলারা তার যথাযথ পরিচর্যা করলে নান্দনিক দিক থেকে পর্যটকদের কাছে এই শিল্প বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের এমব্রয়ডারি, রকমারি হাতপাখা এ অঞ্চলের শিল্পীদের অপার দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

৫০-৬০ বছর আগেও এ অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল পটশিল্প (Pata Art)। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অভিব্যক্তির একটা জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল এটি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পটচিত্রের কিছু কিছ নমুনা বিভিন্ন জায়গায় বেঁচে থাকলেও বর্তমান বরাকে এই শিল্প লুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে, আজকাল বরাকে বেশ সম্ভাবনা দেখাচ্ছে পাটশিল্পে (Jute Art)। তবে বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর উদ্যোগেই এই শিল্পে হাওয়ার লেগেছে। বহু সংখ্যক মহিলা একাজে যুক্ত হয়ে জীবিকার নতুন দিশা পেয়েছিল। পায়ের চটি থেকে শুরু করে ব্যাগ, পাপোষ, খেলনা, পুতুল এতসব বিচিত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপহার দিচ্ছেন পাটশিল্পীরা দেখে তাক লেগে যেতে হয়।

এতো গেল দেশীয় শিল্পের কথা। আধুনিক শিল্পের বরাকের সম্ভাবনা আজ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন এ উপত্যকায় শিল্প ভগীরথ হিসাবে আধুনিক শিল্পের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন বরাকের কিংবদন্তী শিল্পী প্রয়াত বীরেন্দ্রলাল ভৌমিক। চেষ্টা করেছেন তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে। পরবর্তীতে ভারতের আধুনিক ভাস্কর্যের পথিকৃৎ রামকিঙ্কর বেইজের যোগ্য ছাত্র মুকুন্দ দেবনাথ উৎসাহ জুগিয়ে ঘর থেকে বের করে এনেছেন শিল্প শিক্ষার্থীদের। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ঢাকা গর্ভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের ছাত্র প্রয়াত আলি বখশ মজুমদার। তাদের নিরলস চেষ্টায় এ অঞ্চলে আধুনিক শিল্পের ভিত রচিত হয়েছে। ছায়া ঘেরার এই বরাকভূমি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেশ বিদেশে নাম কুড়িয়েছেন সুষেণ ঘোষ, শোভন সোম, রামলালধর, স্বপ্নেশ চৌধুরীর মতো প্রতিভাধর শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচিত্রা স্টুডিওতে কাজ করা, তাঁরই সঙ্গে একযোগে প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া দুই শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয় অশ্বিনী কুমার রায় ও অসিত কুমার রায়ের শেষ জীবন কেটেছে হাইলাকান্দির কাটলিছড়াতে নীরবে-নিভৃতে। যদিও উপযুক্ত সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এসব মহান শিল্পীদের অনেকেরই মূল্যবান শিল্পকর্ম সময়ের ঘূর্ণীপাকে একে একে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আকমল হোসেন লস্কর, এ অঞ্চলের ছেলে কিংশুক সরকার সঞ্জয় সেনগুপ্ত, মনোজ দাস, তনুপ নাথ, মাহমুদ হোসেন লস্কর সহ অনেকেই বাইরে শিল্পশিক্ষা নিয়ে সমকালীন শিল্পে বেশ নাম কুড়িয়েছেন। শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প যজ্ঞ চলছে। সম্ভাবনা নিয়ে উঠে আসছেন অনেক শিক্ষার্থী। যদিও সে অর্থে তারা তাদের কাজের প্রদর্শনের সুযোগটা এখনও পাচ্ছেন না। যদি সমৃদ্ধ অতীতকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে কোনও মিউজিয়াম থাকত এবং শিল্প প্রদর্শনীর জন্য থাকত ভাল আর্ট গ্যালারি, তাহলে এ অঞ্চলের শিল্পের উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নকশিকাঁথা - বরাকের আর এক ঘরোয়া শিল্প। যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায়।